



60180 - 'সালাতুর রাগায়বে'-এর বদীত

প্রশ্ন

'সালাতুর রাগায়বে' (রাগায়বে নামায) ক'কি কোন সুন্নত; যা আদায় করা মুস্তাহাব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

সালাতুর রাগায়বে বা রাগায়বে নামায রজব মাসে সংঘটিত বদীতগুলোর একটা। এ বদীতটি রজব মাসের প্রথম জুমাবার রাত্রে মাগরিব ও এশার নামাযের মাঝে সম্পাদিত হয়। এর আগে রজব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে রোযা রাখা হয়।

হজিরি ৪৮০ সালের পরে বায়তুল মুকাদ্দাসে সর্বপ্রথম এ বদীত চালু হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে করোম, উত্তম তনিপ্রজন্ম কথিবা ইমামগণ এটা করছেন মরম্বে কোন বর্ণনা নাই। এ আমলটি নিন্দনীয় বদীত; প্রশংসিত সুন্নত নয় এটা প্রমাণিত হওয়ার জন্য এ দলিলটিই যথেষ্ট।

আলমেগণ আমল থেকে সাবধান করছেন এবং উল্লেখ করছেন যে, এটা ভ্রষ্ট বদীত।

ইমাম নববী আল-মাজমু গ্রন্থে (৩/৫৪৮) বলেন:

“সালাতুর রাগায়বে নামে পরিচিতি রজব মাসের প্রথম জুমার রাত্রে মাগরিব ও এশার মাঝে আদায়কৃত ১২ রাকাত এবং অর্ধ শাবানে আদায়কৃত ১০০ রাকাত নামাযদ্বয় গ্রহণিত দুটা বদীত। ‘কুতুল কুলুব’ কতিবকে কথিবা ‘ইহইয়াউ উলুমদিদীন’ কতিব-এ নামাযদ্বয়ের উল্লেখ থাকা দ্বারা কথিবা কতিবদ্বয়ে উল্লেখিত হাদিস দ্বারা কটে যনে ভিন্নান্ত না হয়। কারণ এ সংক্রান্ত সবকিছু বাতলি। অনুরূপভাবে কোন কোন আলমেরে কাছে এ নামাযের বধিান অস্পষ্ট থাকার কারণে এ নামায মুস্তাহাব মরম্বে কয়কেপাতার যে কতিব লিখছেন সটো দ্বারাও কটে যনে ভিন্নান্ত না হন। কারণ তনি তাতে ভুল করছেন। ইমাম আবু মুহাম্মদ আব্দুর রহমান বনি ইসমাইল আল-মাকদসি এ নামাযকে বাতলি সাব্যস্ত করে একটা মূল্যবান কতিব লিখছেন এবং তাতে তনি খুব সুন্দর ও বসিতারিত লিখছেন।”[সমাপ্ত]

ইমাম নববী সহি মুসলমিরে ব্যাখ্যায় লিখছেন:

“এই বদীত প্রচলনকারীর উপর আল্লাহর লানত হোক। বদীত হচ্ছে- অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতা। এ আমলটিও সেরকম



বদীতসমূহের মধ্য থেকে একটি। একদল আলমে এ বদীতটির নিন্দা করে, এ নামায আদায়কারীর ভ্রষ্টতা তুলে ধরে, তাকে বদীতী সাব্যস্ত করে, এ আমলটি মিন্দ ও বাতলি হওয়ার প্রমাণাদি উল্লেখ করে অগণতি বই রচনা করছেন। [সমাপ্ত]

ইবনে আবদৌন তার রচিতি ‘হাশিয়া’ তে (২/২৬) বলেন: “ ‘আল-বাহর’ গ্রন্থে বলছেন: এ আলোচনার ভিত্তিতে জানা যায় যে, রজব মাসের প্রথম জুমাবার পালনকৃত ‘সালাতুর রাগায়বে’ আদায় করার একত্রতি হওয়া গ্রহণ ও বদীত...।

আললামা নূর উদ্দীন আল-মাকদসি এ বিষয়ে সুন্দর একটি কিতাব লিখেছেন। সটেরি নাম দিয়েছেন: ‘রাদউর রাগবি আন সালাতরি রাগায়বে’। সে কিতাবে তিনি চার মাসের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আলমেদের বক্তব্য সংকলন করেছেন।” [সংক্ষিপ্ত ও সমাপ্ত]

ইবনে হাজার হাইতামি (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয় যে, সালাতুর রাগায়বে কিজামাতের সাথে আদায় করা জায়যে হবে; নাকি নয়?

জবাবে তিনি বলেন: “ ‘সালাতুর রাগায়বে’ অর্থ শাবানের রাতের আদায়কৃত নামাযের ন্যায় নিন্দিত দুটি বদীত। এ সংক্রান্ত হাদিস মাওয়ু (বানোয়াট)। এ দুটি আমল একাকী বা জামাতের সাথে পালন করা গ্রহণ।” [সমাপ্ত]

[আল-ফাতাওয়া আল-ফকিহিয়া (১/২১৬)]

ইবনুল হাজ্জ আল-মালকে ‘আল-মাদখাল’ নামক কিতাবে (১/২৯৪) বলেন: এই মহান মাসে (বুঝতে চাচ্ছেন রজব মাস) লোকেরা যে বদীতগুলো চালু করেছে: এ মাসের প্রথম জুমার রাতের পাঞ্জগোনা মসজিদ ও জামে মসজিদগুলোতে ‘সালাতুর রাগায়বে’ আদায় করা। লোকেরা বিভিন্ন শহরের জামে মসজিদ ও পাঞ্জগোনা মসজিদে একত্রতি হয় এবং এ বদীত পালন করে। জামাতে নামায আদায় করা হয় এমন মসজিদগুলোতে তারা ইমামের নেতৃত্বে জামাতের সাথে এ নামায আদায় করে যেন এটি শরিয়ত স্বীকৃত কোন নামায...। ইমাম মালকে (রহঃ) এর মাসের হুছে- সালাতুর রাগায়বে আদায় করা গ্রহণ। কেননা পূর্ববর্তীরা এ নামায আদায় করেনি। সকল কল্যাণ হুছে তাঁদের অনুসরণে।” [সংক্ষিপ্ত ও সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: পক্ষান্তরে, জিজ্ঞাস্য নামাযের মত নরিদ্ষিট সময়ে, নরিদ্ষিট সংখ্যায়, নরিদ্ষিট ক্বরীতে জামাতের সাথে নামায সৃষ্টি করা: যমেন- রজব মাসের প্রথম জুমাবারে সালাতুর রাগায়বে, রজব মাসের প্রথম দিন এক হাজার রাকাত নামায, অর্থ শাবানে নামায, রজব মাসের সাতাশ তারখিরে নামায ইত্যাদি ইসলামের ইমামগণের সর্বসম্মতকিরমে শরিয়ত স্বীকৃত নয়। যমেনটি নরিভরযোগ্য আলমেগণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন। এ ধরণের আমল কোন মূর্খ বদীতী ছাড়া অন্য কটে চালু করতে পারে না। এ ফটক উন্মুক্ত করা ইসলামী শরিয়তকে বকিত করা অবধারতি করবে এবং আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া যারা ধর্মকে পরবির্তন করেছে তাদের কর্মে অংশীদারতি গ্রহণ করা হবে।

[আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (২/২৩৯)]



শাইখুল ইসলামকে এ নামায সম্পর্কে আরও জিজ্ঞেসে করা হলে তিনি বলেন:

এ নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়েননি, সাহাবায়ে করোম পড়েননি, তাবয়ীগণ পড়েননি, মুসলমি উম্মাহর ইমামগণ পড়েননি; এ নামাযের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্‌বুদ্ধ করেননি, সলফে সালহীনদের কটে উদ্‌বুদ্ধ করেননি, কোন ইমাম উদ্‌বুদ্ধ করেননি এবং তারা এ রাত্রির বিশেষ কোন ফযলিতও উল্লেখ করেননি। এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিস সংশ্লিষ্ট জ্ঞানে পারদর্শীদের সর্বসম্মতক্রমে মথিয়া ও বানয়োয়াট। এ কারণে মুহাক্ককি আলমেগণ বলছেন: এ নামায মাকরুহ; মুস্তাহাব নয়।[সমাপ্ত]

[আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (২/২৬২)]

আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া (২২/২৬২) গ্রন্থে এসছে:

“হানাফি ও শাফয়ি মাযহাবের আলমেগণ দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করছেন যে, রজব মাসের প্রথম জুমাবার সালাতুর রাগায়বে পড়া ও অর্ধ শাবানের রাতে বিশেষ পদ্ধতিতে ও বিশেষ সংখ্যক রাকাতে নামায আদায় করা গ্রহণিত বদিত...।

আবুল ফারাজ ইবনুল জাওয়ি বলেন: সালাতুর রাগায়বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে বানয়োয়াট ও মথিয়া। তিনি বলেন: আলমেগণ এ দুটি আমল বদিত হওয়া ও মাকরুহ হওয়ার ব্যাপারে একাধিক দলি উল্লেখ করছেন; তার মধ্যে রয়েছে: সাহাবায়ে করোম, তাবয়ীন এবং তাদের পরবর্তীতে মুজতাহদি ইমামগণের কারো কাছ থেকে এ নামাযদ্বয়ের ব্যাপারে কোন বর্ণনা আসেনি। যদি এ নামাযদ্বয় শরয়িত অনুমোদিত হত তাহলে সালাফদের এ নামাযদ্বয় ছুটে যেতে না। বরং এ নামাযদ্বয় ৪০০ হজিরির পরে উদ্ভাবিত হয়েছে।[সমাপ্ত]